দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সংস্কৃতের ভূমিকা

ভাষাবিজ্ঞান কাকে বলে তার পর্যালোচনা সমাপ্ত হ'য়েছে। তার ক্ষেত্র নিরীক্ষণও সংক্ষেপে বিচারিত হ'ল। এবারে দৃষ্টি দেওয়া যাক তার ইতিহাসের দিকে। গোড়ায় বলেছি এই বিজ্ঞানের ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের নয়। বহুদিন ধ'রেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে জার্মানীতে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ইউরোপীয় ভাষা-গুলির ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে বর্তমান কয়েকটি সাধারণ ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রে তাঁরা অনুমান করেন এই ভাষাগুলি নিশ্চয়ই অধুনালুপ্ত কোন একটি প্রাচীন ভাষা হ'তে উদ্ভূত, যার ফলে তাদের মধ্যে ধ্বনিগত এবং বৈয়াকরণপ্রয়োগগত এই সাদৃশ্য লক্ষিত হচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁরা বিষয়টির নামকরণ করেছিলেন "তুলনাত্মক ব্যাকরণ" (Comparative grammar)। কিন্তু উনবিংশ শতকের শুরুতে বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশের সঙ্গে এই বিজ্ঞান 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' নামে চিহ্নিত হ'ল। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য-ব্যাকরণ এবং শব্দভাণ্ডারের দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া।

Scanned with CamScanner

বিষয়টার একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সপ্তদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাইরের পণ্ডিতগণ (১১ শতকে আল্-বেরুণি ; ১৩২৫ শতকে ইব্ন্ বতুতা প্রভৃতি) ভারতের আচার, ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলির আবিষ্কারেই অধিক আগ্রহী ছিলেন, ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ ছিল অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত। কিন্তু ১৭ শতাব্দী হ'তে বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অবশ্য স্মরণীয়। ১৬৩১ থেকে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক Rodger লিখিত 'An open door to hidden Heathendom' গ্রন্থটি শুধু ভারতের জাতিভেদ প্রথার বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি ; এই পুস্তকে গ্রন্থকার প্রকৃতপক্ষে বেদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার ভাষাগত বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যিক তত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করেন। ভর্তৃহরির কিছু গীতিকাব্যধর্মী শ্লোকও তিনি অনুবাদ করেন। এর প্রায় ৫০ বছর পরে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন জার্মান ধর্মযাজক Hanxleden। বইটি মুদ্রিত হ'য়েছিল এরও অনেক পরে এবং বর্তমানে গ্রন্থটি রোমে মুদ্রিত দুইটি ব্যাকরণগ্রন্থের মধ্যেই বিদ্যমান। বেশ কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিতের সংস্কৃতচর্চার অপূর্ব নিদর্শন এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে তাদের শাসনপদ্ধতির সুবিধার্থে Nathaniel Halhed ফার্সী থেকে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Charles Wilkins ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে H. H. Wilson একটি সংস্কৃত

অভিধান প্রস্তুত করেন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঋগ্বেদ অনুবাদ করেছিলেন।

১৯ শতকের প্রারম্ভে জার্মান পণ্ডিতবৃন্দের এক গোষ্ঠী এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে ভাষাচর্চার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করে দিলেন। তাঁদের মধ্যে Schlegel-ভ্রাতৃদ্বয়, Herder, Franz Bopp, Lassen এবং Rudolph Roth-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ফ্রিডরিখ্ ফন্ শ্লেগেল-রচিত "Über die Sprache und Weisheit der Indien" (ভারতবর্ষের ভাষা এবং জ্ঞান প্রসঙ্গে) একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। আগষ্ট উইল্হেল্ম্ ফন্ শ্লেগেল (১৭৬৭—১৮৪৫) ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন এবং সম্পূর্ণ রামায়ণ সম্পাদিত করেন। ফ্রান্ত্স্ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭) প্যারিসে সংস্কৃত চর্চা করেন এবং তাঁকে 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান' বিষয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং অত্যন্ত অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশকারীরূপে চিহ্নিত করা যায়। ক্রিশ্চিয়ান্ ল্যাসেন সংস্কৃতভাষায় রচিত নাটকগুলির কিছু কিছু অনুবাদ করেন। রুডল্ফ্ রথ্ বেদের সাহিত্য এবং ইতিহাসের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে A. Weber "History of Indian Literature" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস) রচনা করেন।

শুধু ফরাসীরূপে নয় সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত ইউজেন বার্নুফ-এর (১৮০১-১৮৫২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর খ্যাতনামা শিষ্যদের মধ্যে জার্মানীর Prof. Friedrich Max Müller এবং Theodor Aufrect-এর (ফ্রিডরিখ ম্যাক্স ম্যুলর এবং থেওডোর আউফ্রেখ্ট) গবেষণা এবং গ্রন্থ-

সম্পাদনা বিশেষ উপযোগী হ'য়ে দাঁড়ায়। এঁরা যথাক্রমে ১৮২৩ হ'তে ১৯০০ এবং ১৮২২ হ'তে ১৯০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। ম্যাক্স ম্যূলর ভারতের বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শন গ্রন্থগুলির সম্পাদনা এবং মুদ্রণ সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত হ'ন নি, তাদের অনুবাদ, টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতিও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বিশ্বের শিক্ষাবিদ্ এবং ভাষাবিদ্গণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ভারতীয় ভাষা এবং সাহিত্যের গবেষণা ও মূল্যায়নে এবং পাশ্চাত্যের সম্মুখে প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তনে ম্যাক্স ম্যূলরের অবদান অবিস্মরণীয়।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকা-বাসীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অপেক্ষাকৃত স্বল্প বলে মনে হয়। কিন্তু তার মধ্যেও W. D. Whitney (১৮২৭-১৮৯৪)-র অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁর রচিত "The Sanskrit Grammar" (.সংস্কৃত ব্যাকরণ) গ্রন্থটি। ১৮৪৮ খ্রীঃ প্রথম তিনি এই বিষয়ে উৎসাহিত হন ; তারপরে তিনি জার্মানীতে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সংস্কৃত ভাষা ওসাহিত্যের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং অবশেষে ইয়ালে (Yale)-তে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত এবং শব্দরূপ ও বৈয়াকরণ প্রয়োগগত প্রতিটি খুঁটিনাটির অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ সত্যই বিস্ময়াবহ। তাঁর সমকালীন যুগে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্রূপে সর্বত্র সম্মানিত হ'য়েছিলেন। অপর একজন উল্লেখযোগ্য আমেরিকান ভাষাবিদ্ Maurice Bloomfield। অথর্ববেদের উপর তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার তুলনা নেই।

Scanned with CamScanner